সর্বজনকথা

রাজনীতি, অর্থনীতি ও সমাজ বিষয়ক সংকলন-১৭
৫ম বর্ষ: ১ম সংখ্যা, নভেম্বর ২০১৮ – জানুয়ারি ২০১৯

সম্পাদক:
আনু মুহাম্মদ

প্রকাশক:
মোশাহিদা সুলতানা

নির্বাহী সম্পাদক:
কল্লোল মোস্তফা

সম্পাদনা পরিষদ:
তানজীমউদ্দিন খান
মাহা মির্জা
সামিনা লুৎফা নিত্রা
বীথি ঘোষ
আতিয়া ফেরদৌসী চৈতী

ব্যবস্থাপনা পরিষদ:
মিজানুর রহমান
মাহতাব উদ্দীন আহমেদ

নাম লিপি:
সব্যসাচী হাজরা
প্রচ্ছদে ব্যবহৃত ছবির শিল্পী: মিতা মেহেদী

প্রুফ:
জাহাঙ্গীর আলম

অলংকরণ:
মোঃ কৌশিক আহমেদ

পরিবেশক:
বাতিঘর

সম্পাদকীয় যোগাযোগ:
কক্ষ নং ২০৫২, কলাভবন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল: sarbojonkotha@gmail.com
ওয়েবসাইট: http://sarbojonkotha.wordpress.com

প্রকাশক কর্তৃক চিত্রকল্প, আলিজা টাওয়ার, ১১০, ফকিরেরপুল, মতিঝিল, ঢাকা-১০০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

দাম: ৬০ টাকা।

ISSN 2617-2771

সূ চি প ত্র

সম্পাদকীয় ভূমিকা ০৩

২০১৮ সালের কিশোর বিদ্রোহের সংক্ষিপ্ত ঘটনাপ্রবাহ ০৪

যদি তুমি রুখে দাঁড়াও তবে তুমি বাংলাদেশ-
আলমগীর খান ১৪

ভয়, লোভ ও দাস্যবৃত্তির কালে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক:
স্রোতের বিপরীতে প্রত্যাশা- সাঈদ ফেরদৌস ১৭

সড়ক দুর্ঘটনা ও পুলিশী ভাবনা- সনতোষ বড়ুয়া ১৯

এমনকি ন্যূনতমটুকুও না!- সুস্মিতা এস পৃথা ২১

কী করে বাঁচে শ্রমিক ২৪

যে কারণে 'ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন' বিপজ্জনক ২৮

যখন স্বৈরাচারের পতন ঘটানোর তিন দশক পরও নূর
হোসেনের মত করে বলতে হয় 'গণতন্ত্র মুক্তি পাক!'-
মাহতাব উদ্দীন আহমেদ ৩২

চীন: পরাশক্তির বিবর্তন-৩-আনু মুহাম্মদ ৩৫

প্রসঙ্গ আসামের নাগরিকত্ব সমস্যা-
শুভপ্রসাদ নন্দী মজুমদার ৪২

সুন্দরবন আন্দোলনের গান- বীথি ঘোষ ৫১

নবায়নযোগ্য জ্বালানি: প্রযুক্তির অগ্রগতি বনাম বাংলাদেশের
উল্টো যাত্রা- মওদুদ রহমান ও মাহা মির্জা ৫৭

সম্পদের অভিশাপ-২- রজার মুডি ৬০

মার্ক্সীয় দর্শনের সূচনাপর্ব-৭- বিরঞ্জন রায় ৬৩

সমির আমিন: এক দক্ষিণের অর্থনীতিবিদের চিন্তাশক্তি-
এন্ড্রিউ রবিনসন ৬৬

সুবিশাল কাপ্তাই লেক: শুধুই কি আনন্দ ভ্রমণের জায়গা?-
অপরাজিতা মিত্র ৬৮

কয়েক মাসের খবর ৬৯

সম্পাদকীয় ভূমিকা

অবিরাম সন্ত্রাস এবং জাতীয় নির্বাচন ঘিরে উত্তেজনা, ভয় আর অনিশ্চয়তার কালে প্রকাশিত হচ্ছে *সর্বজনকথা*র সতেরো পর্ব। বাংলাদেশের মানুষ রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের মধ্যেই দিনরাত পার করছেন বহুদিন ধরে। কিন্তু গত কয়মাসে যে মাত্রায় রাষ্ট্রীয় নিপীড়ন ও ত্রাস বিস্তার লাভ করেছে তা আগের সব রেকর্ড অতিক্রম করেছে। ত্রাস সৃষ্টি বা ভয় দেখিয়ে টাকা ও সুবিধা আদায়ের জন্য যখন তখন তুলে নেওয়া, রিমান্ড, গুম অহরহই ঘটছে। এনকাউন্টার বা ক্রসফায়ারের নামে রাষ্ট্রীয় হত্যাকাণ্ড আরও বিস্তৃত হচ্ছে নানা নামে নানা যুক্তিতে। সর্বশেষ- 'মাদক বিরোধী যুদ্ধ।' ইয়াবা ফেনসিডিলসহ মাদক চোরাচালানে বিস্তৃত নেটওয়ার্ক তৈরি হয়েছে দেশে। সরকারি ক্ষমতার সাথে যুক্ত ব্যক্তি ও প্রশাসনের প্রত্যক্ষ যোগসাজস ছাড়া যে মাদক ব্যবসা এই মাত্রায় ছড়াতে পারে না তা বুঝতে অসুবিধা হবার কথা নয়। গোয়েন্দা সংস্থার গোপন রিপোর্টে সরকারি দলের সংসদ সদস্যসহ বহুজনের নামও প্রকাশিত হয়েছে। তারপরও তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়নি, বরং এই দুর্বৃত্তদের নেতৃত্বেই সারাদেশে চলেছে মাদক ব্যবসা দমনের নামে নির্বিচার হত্যাকাণ্ড। ফিলিপাইনের দুতার্তে মডেলে ঘোষণা দিয়ে নির্বিচারে খুন করা হয়েছে, কয়েকমাসে নিহত হয়েছেন শতাধিক মানুষ। আর এই ত্রাস সৃষ্টি করে অসংখ্য মানুষকে হয়রানি চলছে দিনরাত।

কোটা সংস্কার আন্দোলনে সহজ সমাধানের পথে না গিয়ে দিশেহারা ভীত সন্ত্রস্থ সরকার একের পর এক সন্ত্রাস ও নিপীড়নের পথ বেছে নেয়। হাতুড়ি দিয়ে আন্দোলনকারীদের পা গুড়িয়ে দেয়া, পুলিশ দিয়ে আটক করে রিমান্ডে পাঠানো, হামলা, হুমকি, অপপ্রচার সবই চলতে থাকে আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে। এর পর পরই প্রতিবাদ প্রতিরোধের আরেক পর্ব প্রত্যক্ষ করে বাংলাদেশ। প্রতিবছর সারাদেশে সড়ক দুর্ঘটনার মধ্যে দিয়ে হাজার হাজার মানুষ নিহত হন। এই অবস্থা পরিবর্তনের জন্য সরকারের কোনো কার্যকর চেষ্টাই মানুষ দেখেনি। দেশের সকল পেশা ও বয়সের মানুষের মৃত্যুর মিছিলের মধ্যেই দুজন শিক্ষার্থীর ওপর মন্ত্রীর আত্মীয়ের মালিকানাধীন রুট পারমিট ছাড়া বাস তুলে দেয়া হয়। এর প্রতিবাদে স্কুল শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদ দ্রুত দেশজুড়ে ছড়িয়ে পড়ে এবং এক অসাধারণ কিশোর বিদ্রোহের জন্ম দেয়। নিরাপদ সড়কের দাবিতে সারাদেশে এক গণঅভ্যুত্থানের পরিস্থিতি তৈরি হয়।

বস্তুত বিপজ্জনক সড়কের পেছনে সরকার ও রাষ্ট্রীয় প্রশাসনের ভূমিকাই মুখ্য। অচল বাস ট্রাককে ফিটনেস সার্টিফিকেট দেয়া, ভুল সড়ক ডিজাইন, চালকসহ পরিবহণ শ্রমিকদের নিরাপদ কর্মপরিবেশ নিশ্চিত না করা, সরকারি নেতাদের নেতৃত্বে টার্মিনালে বিপুল চাঁদাবাজি, বাসট্রাকের মালিক মন্ত্রী, এমপি, সরকারি নেতাদের যথেচ্ছাচার এর পেছনে দায়ী। সড়ক দুর্ঘটনার কারণ দূর করায় সরকারের তাই কোনো উদ্যোগ নেই। কিশোর বিদ্রোহে প্রকাশিত হয় বিভিন্ন স্তরের ক্ষতিগ্রস্ত মানুষের, আক্রান্ত শিশু কিশোরদের জমে থাকা ক্ষোভ। মন্ত্রীসহ ভিআইপিদের অনিয়ম স্বেচ্ছাচার ধরা পড়ে তাদের হাতে। ভীতসন্ত্রস্ত সরকার একদিকে স্কুল শিক্ষার্থীদের দাবি সমর্থন করে অন্যদিকে নিপীড়নের নানা শাখা সক্রিয় করে তোলে। পথে পথে শিক্ষার্থীরা সরকারি সন্ত্রাসীদের দ্বারা আক্রান্ত হয়, তাদের সমর্থনকারি শিক্ষক, অভিভাবক, সাংবাদিকরা আক্রান্ত হয়, আটক, রিমান্ডের ঘটনা ঘটতে থাকে। এসব আন্দোলনে সমর্থকের ভূমিকা পালনের কারণেই আলোকচিত্রী শিক্ষক শহীদুল আলমকে বাড়ি থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়, রিমান্ডে নেওয়া হয়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষক মাইদুল ইসলামকে গ্রেফতার করে রিমান্ডে পাঠানো হয়। হয়রানি, হুমকি বাড়তে থাকে।

এর মধ্যেই জারি করা হয় 'ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন' যার পরিষ্কার লক্ষ্য বিশ্ববিদ্যালয়, সংবাদপত্র, ফেসবুক কোথাও যেনো স্বাধীন চিন্তা সক্রিয় হতে না পারে, অন্যায় অনাচারের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ না হয়। এই নিপীড়নের আবহাওয়ার মধ্যেই গার্মেন্টস শ্রমিকদের মজুরি নিয়ে মালিক ও সরকারের নিষ্ঠুর রসিকতার ঘটনাও এসময়েই ঘটেছে। এরকম একটি সময়ের, কালের চিন্তার লড়াই, জীবনের লড়াই-এর নানা বিষয় নিয়েই এই সংখ্যার অনেকগুলো লেখা।

এর বাইরে সুন্দরবন আন্দোলন যে কত মানুষকে কতোভাবে যুক্ত করেছিল তার প্রমাণ বহু। আমরা এই সংখ্যায় অনুসন্ধান করেছি এই আন্দোলনের সময় রচিত নতুন গান। পেয়েছি এক বিশাল তালিকা, এর প্রথম পর্ব এই সংখ্যায় প্রকাশিত হলো।

ভারতে হিন্দুত্ববাদী উন্মাদনা তৈরিতে মোদি সরকারের সর্বশেষ তৎপরতা আসামে নাগরিকত্ব সন্ত্রাস তৈরি। সেবিষয়ে *সর্বজনকথা*র জন্য লিখেছেন ভারত থেকে শুভপ্রসাদ নন্দী মজুমদার। নবায়নযোগ্য জ্বালানি: প্রযুক্তির অগ্রগতি বনাম বাংলাদেশের উল্টো যাত্রা নিয়ে এক অনুসন্ধানী লেখাও প্রকাশিত হলো।

আমাদের বন্ধু, বিশ্বের মুক্তির লড়াই-এর অন্যতম তাত্ত্বিক সমির আমিন কয়েকদিন আগেই মৃত্যুবরণ করেছেন। তাঁর চিন্তা আমাদের বর্তমান ও ভবিষ্যতের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তাঁর প্রকাশনার একটি সংক্ষিপ্ত তালিকাসহ শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করা হলো এই সংখ্যায়। আমিনের লেখার অনুবাদ আমরা আগেও প্রকাশ করেছি, সামনে আরও করবো।

এছাড়া গ্রন্থ পর্যালোচনা, কয়েক মাসের খবর, ধারাবাহিক লেখা চীন, মার্কসীয় মতাদর্শ এবং সম্পদের অভিশাপের অনুবাদ প্রকাশিত হলো।

আনু মুহাম্মদ
অক্টোবর ২৩, ২০১৮